দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩

১০০ মাদ্রাসায় চালু ট্রেড কোর্স শিক্ষকরা বেতন না পাওয়ায় আন্দোলনের কর্মসূচী

বগুড়া অফিস :

মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য আইডিবির ১০০ কোটি টাকার অর্থসহায়তায় ১০০টি মাদ্রাসায় চালু করা দাখিল কম্পিউটার ভোকেশনাল ও অন্যান্য ট্রেডের শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না দেড় বছর যাবৎ। শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত এই ট্রেডের ২ শতাধিক শিক্ষক এখন বেতনবিহীন চাকুরী করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আন্দোলনের প্রাথমিক কর্মসূচী হিসাবে তারা গত রোববার বগুড়া প্রেসক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধনের কর্মসূচী পালন করে। পরবর্তীতে তারা অন্যান্য জেলাশহর এবং ঢাকায় গিয়ে দৃঢ়তর কর্মসূচী পালন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে ২০০৭ সালে আইডিবির ১০০ কোটি টাকার অর্থ সহায়তায় সারাদেশের ১শ' দাখিল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। যে ১শ' মাদ্রাসায় এই ট্রেড কোর্স চালু করা হয় তার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩১টি, রাজশাহী বিভাগে ২৫টি, খুলনা বিভাগে ১৩টি, বরিশাল বিভাগে ৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ ও সিলেট বিভাগে ১০টি মাদ্রাসা রয়েছে। এই একশ' মাদ্রাসায় ট্রেড কোর্স করার জন্য অন্তত পক্ষে পৃথক পৃথকভাবে সহস্রাধিক সংখ্যায় কম্পিউটার ও টেলিভিশন সেট এবং অন্যান্য যান্ত্রিক জিনিস সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রেড কোর্সগুলোতে নিয়োগের জন্য শিক্ষক চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগপত্রও ইস্যু করা হয়েছে ২শ' শিক্ষককে। বিগত ০১-০১-০৮ ইং তারিখে নিয়োগকৃত শিক্ষকরা যোগদানপত্র জমা দিয়ে যথারীতি ক্লাস করাচ্ছেন ট্রেড কোর্সসমূহে ছাত্রদের। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের নিয়োগদানের পরে পদগুলোকে এমপিওভুক্ত না করায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গত ১৫/১৬ মাস ধরে অর্থাৎ নিয়োগের পর থেকে কোনোরকম বেতন-ভাতা দিচ্ছে না। দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না পেয়ে শিক্ষকরাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না। শিক্ষকদের উদাসীনতায় মূল্যবান কম্পিউটার, টেলিভিশন ও অন্যান্য যান্ত্রিক সামগ্রী অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে হতাশ বিভুক্ত ট্রেড কোর্সের শিক্ষকরা নেমে পড়েছেন রাজপথে আন্দোলনে।